বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০২৬.৩২.০০১.২৫(অংশ)- ৮৭

তারিখঃ ১৫ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৯ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

**বিষয় : সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ (ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। তদনুযায়ী সঠিক ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি, ২০২৫ মোতাবেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারযোগ্য ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ ও সুপারভাইজার কর্তৃক তা যাচাই ২০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ শুরু হয়ে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত এবং নিবন্ধন কার্যক্রম ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হতে ১১ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত চলমান থাকবে।

০২। ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি-৪(৪) অনুসারে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার ও রেজিস্ট্রেশন অফিসারগণ কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল বা কলেজ বা সমপর্যায়ের মাদ্রাসা, সরকারি বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসার শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারিদের তথ্যসংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে।

০৩। একজন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক ২১/০১/২০২৫ তারিখে এক স্কুল পরিদর্শনকালে একটি অডিও বার্তা পাওয়া যায় (কপি সংযুক্ত)। উক্ত অডিও বার্তায় তিনি বলেন যে 'কিছু শিক্ষক ভোটার তালিকা হালনাগাদ কাজে সম্ভবত চলে গেছেন, তো এই কাজটা শিক্ষকরা এইভাবে করতে পারে না। প্রথমত, শিক্ষকদেরকে দিয়ে এই কাজটি করানোর বোধ হয় বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ শিক্ষিত বেকার যুবকরা এই কাজটি করার কথা, অতীতে এইভাবে হয়েছে। এর পরেও আমাদের অনেক শিক্ষক আছেন ইন্টারেস্টেড হয়ে ইলেকশন অফিসে বা পরিসংখ্যান অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। এই রকমও আছেন আবার অনেক শিক্ষক করতেও চায় না বা অনেক শিক্ষক না জেনে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয় এই বছর এই ব্যাপারে তেমন কিছু বলেছেন কিনা আমার জানা নেই। তবে সাধারণত বলেন তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। এই সহযোগিতা মানে এই না, তারা স্কুল ছেড়ে দিয়ে ফিল্ডে গিয়ে কাজ করবে। তারা প্রচার-প্রচারণা করবে শিশুদের মাধ্যমে, কমিউনিটির মাধ্যমে, এটার নাম সহযোগিতা। যাই হোক, যাদের নাম দেয়া হয়েছে তারা প্রথমত যে কাজটি করবে সেটি হলো স্কুল আওয়ারের আগে এবং স্কুল সময়ের পরে তারা হালনাগাদ করবে। স্কুল সময়ে কখনো স্কুল ত্যাগ করতে পারবে না। এর পরেও যদি কারো এই সময়ে বাধ্যবাধকতা থাকে তাহলে অবশ্যই ছুটি নিয়ে এই কাজ করতে হবে। ছুটি ছাড়া সে স্কুল ত্যাগ করতে পারবে না। একজন লোক শিক্ষকের বেতন নিবে আবার ঐদিকে নির্বাচন কমিশন থেকে বেতন নিবে একসাথে একই সময়ে দুইটা সুবিধা পাওয়ার ট্রেজারি রুলের ভাষায় কোন বিধি-বিধান নাই এবং এটা সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ। টিইও সাহেবরা এবং এইউইও সাহেবরা এটা কঠোরভাবে দেখেন। যদি কোন স্কুলে এরকম পাওয়া যায়। তাহলে ঐ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন না করায় আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো এবং প্রমাণিত হবে আপনি আমি সবাই মিলে অসৎ কাজে আমরা সহযোগিতা করছি।

০৪। (ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৬ নং অনুচ্ছেদ বলা আছে, 'নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে'

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়



(খ) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ১৯ ধারা বলা আছে, 'যদি কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পুনঃপরীক্ষণ, সংশোধন বা হালনাগাদকরণ কার্যে কাহাকেও কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন'।

০৫। এমতাবস্থায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর বিধান পরিপন্থি বক্তব্য পেশ করায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করার জন্য বর্ণিত অডিও ক্লিপটি নির্দেশক্রমে এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১। বর্ণিত অডিও ক্লিপ
২। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯

২৯/০১/২০২৫
(মোঃ মাহবুব আলম শাহ্)
উপসচিব (নিঃসঃওসঃ)
ফোন# ০২-৫৫০০৭৫১৬

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-১৭.০০.০০০০.০২৬.৩২.০০১.২৫(অংশ)- ৮৭

তারিখঃ ১৫ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৯ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্যসচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব/ সচিব, .....(সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।
০৩। অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, ঢাকা।
০৫। প্রকল্প পরিচালক, আইডিয়া-২, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, ঢাকা।
০৬। যুগ্ম-সচিব,.....(সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। জেলা প্রশাসক, .....(সংশ্লিষ্ট)।
০৮। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, .....(সকল)।
০৯। পুলিশ সুপার, .....(সংশ্লিষ্ট)।
১০। সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার, .....(সকল)।
১১। উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রেজিস্ট্রেশন অফিসার,.....(সকল)।

সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

০১। একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার। (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সদয় অবগতির জন্য)
০২-০৫। একান্ত সচিব, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ। (মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণের সদয় অবগতির জন্য)
০৬। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা। (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৯.০১.২০২৫
(মোঃ নাসির উদ্দিন চৌধুরী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (নিঃসঃ-২)
ফোন : ৫৫০০৭৫৫৪